ফাইনালের নায়ক মিসরের গোলরক্ষক এসাম আল হাদারি

আফ্রিকা কাপ অব নেশনস ২০০৬

মিসরের আফ্রিকা জয়

লিখেছেন **মিশায়েল আহ্‌মাদ** ও **সাইমন মোহসিন**

স্বাগতিক দেশ মিসর জিতে নিলো 'আফ্রিকা কাপ অব নেশনস'-এর শিরোপা। ফাইনালে ফর্মের তুঙ্গে থাকা আইভরি কোস্টকে তারা টাইব্রেকারে হারায় ৪-২ গোলে। ১২০ মিনিটে কোনো দলই গোল করতে পারেনি।

মিসরের পুরো কাপের মিশন খুব সুন্দরভাবে শুরু হয়। শেষও হলো ভালোভাবেই। যদিও সেমিফাইনালে মিডোর দলের কোচের সঙ্গে অসদাচরণ কলঙ্কিত করে স্ট্রাইকারটির কেরিয়ারকে, দেশকে নয়। মিসরের এই জয় সম্ভব হয়েছে দলের একটি ইউনিট হিসেবে খেলার জন্য। ফাইনাল হয়তো বা টাইব্রেকারে গড়াতো না, যদি ৯৬ মিনিটে মিসর তাদের পাওয়া বিতর্কিত পেনাল্টি কাজে লাগাতে পারতো।

বিশ্বকাপগামী আইভরি কোস্টের জন্য এই পরাজয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কারণ, পুরো টুর্নামেন্টে তারা চমৎকার খেলে, যদিও অধিকাংশ সময় তারকা খেলোয়াড় দিদিয়ের দ্রগবার গোলের ওপর ভর করতে হয়েছে। সেই 'সোনার ছেলে' দ্রগবা ফাইনালে এসে টাইব্রেকারেও গোল দিতে ব্যর্থ হবে কে ভেবেছিলো! মিসরের গোলরক্ষক এসাম দুটো পেনাল্টি বাঁচিয়ে হিরো বনে যান।

'আফ্রিকান পাওয়ার হাউস' বলে খ্যাত ক্যামেরুন, নাইজেরিয়া এবার বিশ্বকাপ খেলছে না। তবুও নাইজেরিয়া সেনেগালকে হারিয়ে তৃতীয় হয়েছে। ক্যামেরুন প্রথম রাউন্ডে দাপটের সঙ্গে খেলেও কোয়ার্টারে বিদায় নেয়। এছাড়া আফ্রিকার অন্যান্য শক্তির মাঝে সেনেগাল হয় চতুর্থ। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও মরক্কো খারাপ দিন চলছে। তারা গ্রুপ পর্যায় পার হতে ব্যর্থ হয় এবার।

আফ্রিকান নেশনস কাপ ২০০৬-এ সার্বিকভাবে গ্রুপ 'ডি'র পর গ্রুপ 'এ'-ই ছিল সবচেয়ে কঠিন গ্রুপ। মিসরকেই এই গ্রুপে ফেভারিট বলে ধরে নেয়া হয়। দলে দীর্ঘদেহী ও তেজী খেলোয়াড় থাকায় তারা আক্রমণাত্মক খেলা প্রদর্শন করে। মিতো, এমাদ, মোতায়েব, আমির, জাকি এবং আহ্‌মেদ বিলালের মতো স্ট্রাইকারের উপস্থিতি মিসরকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলতে বেশ সাহায্য করে। পাশাপাশি দ্রুতগতিসম্পন্ন মোহাম্মদ বারাকাত-হাসান মোস্তফার জুটি মধ্যম মাঠকেও সক্রিয় রাখে। তবে রক্ষণভাগ ও গোলরক্ষক নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। তার ওপর যোগ হয়েছিল অভিজ্ঞ কোচের অভাব। কিন্তু আক্রমণভাগের শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের মতো নেশনস কাপেও সবচেয়ে বেশি গোলের দেখা পেয়েছে মিসর। এতে তাদের ফাইনালের পথ মসৃণ হয়। গ্রুপ পর্যায়ে তিন ম্যাচে তারা দুটি জয় ও একটি ড্র নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়।

গ্রুপ-'এ'র দ্বিতীয় স্থান দখলকারী আইভরি কোস্ট বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে 'গ্রুপ অব ডেথে'র জয়ী হওয়া সত্ত্বেও কোচ আঁরি মিশেলের ওপর সমর্থকরা ঠিক ভরসা পাচ্ছিল না। দিদিয়ের দ্রগবা এবং আরোনা দিনদেনের মতো তারকাদের সাহায্যে কোস্টরা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতেই খেলে যায়। মধ্যমাঠে দিদিয়ের জোকোরা ছাড়া তেমন উল্লেখযোগ্য কেউ ছিল না। আর আইভরির রক্ষণভাগ ছিল যথারীতি দুর্বল। ফলে খেলায় ৪-৪-২ বা ৪-৩-৩-এর মতো রক্ষণাত্মক ছকে ব্যবহার করে। দ্রুত ও লম্বা পাসের মাধ্যমে তাদের দুর্বলতাগুলো সহজেই ঢেকে ফেলে আইভরি। এবং দুইটি জয় ও একটি পরাজয়ের মাধ্যমে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানটি দখল করে। ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে এবং গ্রুপ 'বি'-এর বিজয়ী দল ক্যামেরুনের মুখোমুখি হয়।

ক্যামেরুনের গ্রুপটি সহজ হলেও শিরোপা জয়ের পথে দুটি বড় বাধা ছিল দলীয়ভাবেই। প্রথমত, স্ট্রাইকার এটোও-কে সাহায্য করার মতো কেউ ছিল না। দ্বিতীয়ত, মধ্যম মাঠে কৌশলী ও নিপুণ খেলোয়াড়ের অভাব। গ্রুপ ম্যাচগুলোয় দ্রুত বল পাসিংয়ের সুবিধা কাজে লাগিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে এলেও আইভরি কোস্টের বিপক্ষে পুরোপুরি কাজে লাগেনি। অন্যদিকে আইভরি কোস্টের দাপট ছিল মধ্যমাঠে। ফলে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দু'দলের কেউই গোল করতে পারেনি। অতিরিক্ত সময়ের শুরুতেই ১ মিনিটের মাথায় আইভরি কোস্ট গোল দেয়। কিন্তু তাদের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দটা কেবল ৪ মিনিট স্থায়ী ছিল। আইভরির ডিফেন্ডার নোমকমির ভুলের সদ্ব্যবহার করেন মেওং জি। তখন ফলাফল দাঁড়ায় ১-১। শেষমেশ খেলা টাইব্রেকারে গড়ায়। সেখানে স্যামওয়েল এটোও তার দ্বিতীয় ও দলের ১২তম পেনাল্টি কিক গোলপোস্টের বাইরে পাঠান। অন্যদিকে দ্রগবা শেষ কিকটি গোলে পরিণত করে আইভরিকে সেমিফাইনালে নিয়ে যান।

'বি'-গ্রুপের অন্যতম দল বিশ্বকাপগামী টোগো তাদের প্রস্তুতি গ্রহণে অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে ছিল। নেশনস কাপ প্রতিযোগিতাকে তারা বিশ্বকাপের প্রস্তুতিমূলক পর্যায় হিসেবে ধরে নিয়েছিল। নেশনস কাপকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেয়ায় টোগো গ্রুপ পর্যায় অতিক্রম করতে ব্যর্থ হয়।

অ্যাংগোলার দলটি ছিল মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের দশ খেলায় তারা মাত্র ১২টি গোল দেয়। শক্তিশালী রক্ষণব্যূহর জোরে প্রতিপক্ষ দলকেও বেশি সুযোগ দেয়নি। তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। অ্যাংগোলা গ্রুপ পর্যায়ে ৪টি গোল দেয় এবং ৩টি গোল খায়। ফলে গোলের ব্যবধানে কংগো অ্যাংগোলাকে টপকে কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।

মধ্যমমানের ডি-আর কঙ্গো বিশ্বকাপগামী টোগোকে ২-০ গোলে হারিয়ে তারা নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। ঊর্ধ্বমাঠে সোমানা লুয়ালুয়া এবং ক্যালভিন জোলার জুটি তাদের বেশ আক্রমণাত্মক করে তোলে। কিন্তু গ্রুপ পর্যায়ে রক্ষণভাগই

dvBbv‡j UvB‡eKv‡i †Mvj Ki‡Z e¨_ nb `Mev

তাদের প্রধান শক্তি ছিল। যার ফলে তারা গ্রুপ পর্যায়ের তিনটি খেলায় দুটি গোল খায়। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইনালে তেজী মিসরিদের আটকাতে পারেনি। ৪-১ গোলে তাদেরকে হারিয়ে মিসর সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ হয়।

প্রতিযোগিতায় 'সি' ছিল সবচেয়ে সহজ গ্রুপ। দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে অনেকেই বেশ আশাবাদী ছিল। কিন্তু প্রতিযোগিতার শুরুর দিকেই কয়েকজন নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ায় আফ্রিকা বিপর্যয়ে পড়ে যায়। অধিনায়কত্ব নিয়েও দলে কিছু ঝামেলার সৃষ্টি হয়। যার ফলে অধিনায়ক ও রক্ষণভাগের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় আরোন মোকোয়েনো দল থেকে বেরিয়ে যান। ফলে কিছু নতুন খেলোয়াড় দলে যোগদান করে। অভিজ্ঞ খেলোয়াড়দের অভাব দলে প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে আফ্রিকা গ্রুপ পর্যায়ের তিনটি ম্যাচই গোলশূন্য থেকে পরাজিত হয়।

জাম্বিয়া দলগতভাবে বেশ ভালো খেলা প্রদর্শন করে। কিন্তু কোনো নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতির কারণে তারা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারছিল না। দলীয়ভাবে তারা বেশ কৌশলী। খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়াও ছিল ভালো। যার সঠিক প্রয়োগে তারা আফ্রিকাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। গিনির বিপক্ষেও তারা আধিপত্যের সঙ্গেই খেলে। কিন্তু গোল দেয়ার সুযোগগুলোকে কাজে লাগাতে না পারায় তারা ২-১ গোলে পরাজিত হয়।

গ্রুপ 'সি' থেকে তিউনিশিয়া যে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠছে, এটা প্রায় নিশ্চিতই ছিল। গত নেশনস কাপের চ্যাম্পিয়নরা এবারের গ্রুপ পর্যায়ে প্রথম স্থানটিই দখল করবে বলে সবাই ধারণা করে। কিন্তু চমক দেখায় গিনি। বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে গিনি গ্রুপ পর্যায়ে তৃতীয় স্থান দখল করে। এবং একমাত্র তিউনিশিয়ার কাছেই তারা পরাজিত হয়। ফলে নেশনস কাপের তিউনিশিয়া বনাম গিনির খেলাটি দর্শকের মধ্যে যথেষ্ট রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। তিউনিশিয়া দলীয়ভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু রক্ষণভাগের আশানুরূপ খেলা প্রদর্শন না করায় তারা গিনির কাছে ৩-০ গোলে পরাজিত হয়। তিউনিশিয়া আক্রমণভাগ ও মধ্যমাঠে সাবলীল হলেও গিনির রক্ষণভাগের দেয়াল ভেদ করতে ব্যর্থ হয়। এদিকে গিনি গ্রুপ পর্যায়ের তিনটি ম্যাচেই জয়লাভ করে গ্রুপের প্রথম স্থানটি দখল করে। গিনির অধিকাংশ খেলোয়াড়রাই ইউরোপীয় লীগে খেলে। ফলে অভিজ্ঞতার কোনো অভাব গিনির ছিল না। কিন্তু বিশৃঙ্খলা, কোচ প্যাট্রিস নোভার সঙ্গে খেলোয়াড়দের মতবিরোধ ইত্যাদি সমস্যা দলে লেগেই থাকে। তবুও ডিয়ান বোবা, প্যাসকেল ফেইনজুনো, কাবা ডিয়াওয়ারা ও পাবলো থিয়ামের নৈপুণ্যতার জোরে গিনি সহজেই কোয়ার্টার ফাইনালে উত্তীর্ণ হয়। যেখানে তারা মুখোমুখি হয় সেনেগালের।

নেশনস কাপ ২০০৬-এ গ্রুপ ডি-কে বলা হয় গ্রুপ অব ডেথ। গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল জিম্বাবুয়ে এই প্রথম নেশনস কাপে সেনেগালের মতো দানবদের বিরুদ্ধে টিকে থাকার মতো অভিজ্ঞতা বা শক্তি কোনোটাই তাদের ছিল না। তবুও অপূর্ব দলীয় বোঝাপড়া, মধ্যমাঠ ও আক্রমণভাগের দুর্দান্ত প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা ঘানাকে ২-১ গোলে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

বিশ্বকাপগামী ঘানার শিরোপা জয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সালি মুনতারী ও মাইকেল এসিয়েনের আহত হয়ে পড়াতে তাদের দলীয় সামঞ্জস্যে ব্যাঘাত ঘটে। মধ্যমমাঠের দুই তারকার অনুপস্থিতি আক্রমণভাগের ওপর চাপের সৃষ্টি করে। যেখানে আসামোয়াহ্ গিয়ানাও ইনজুরিতে ভুগছিলেন। ফলে দলে কিছু নতুন খেলোয়াড়দের সমাগম দেখা যায়। কিন্তু এতে দলীয় বোঝাপড়ায় হালকা ফাটল ধরে। তারপরও কৌশলী ঘানা সেনেগালকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। কিন্তু দলীয় সমঝোতা ও অভিজ্ঞতার অভাব তাদের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে ব্যর্থ করে।

২০০২-এ সেনেগালের তাক লাগানো খেলার কথা সবারই মনে আছে। কিন্তু ব্রুনো মেটসু-এর প্রস্থানের পর সেই জাদু ধরে রাখতে পারেনি সেনেগাল। আক্রমণভাগে অনরি কামারা এক মধ্যমাঠে বুক ডিওক, আব্দুলায়ে ফেও আমদি ফে-এর নিখুঁত বল পাসের মাধ্যমে তারা গ্রুপ পর্যায়ে তিনটি গোল করে। যেখানে ঘানা ও জিম্বাবুয়ে গোল করে মাত্র ২টি করে। ফলে সেনেগাল গোলের ব্যবধানে ঘানা জিম্বাবুয়েকে টপকে কোয়ার্টার ফাইনালে এগিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে সেনেগালের দুর্বল ফর্ম তেজী গিনিদের সামনে টিকতে পারেনি। ম্যাচে সেনেগালিজ খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবুও সেনেগাল ৩-২ গোলে গিনিকে হারিয়ে সেমিতে উঠে যায়।

গ্রুপ অব ডেথের প্রথম স্থান দখলকারী নাইজেরিয়ার প্রস্তুতি ছিল দুর্দান্ত। কানু, জন উটাকা ও স্টিফেন ম্যাকিনওয়ার উপস্থিতি আক্রমণভাগে ছিল গতি ও কৌশলের অনন্য সংমিশ্রণ। ওকোচো, উইলসন ওরুমা ও ক্রিস্টান ওদোবোর মতো খেলোয়াড় থাকায় মধ্যমাঠেও তারা ছিল বেশ সাবলীল। রক্ষণভাগের অবস্থাও বেশ শক্তিশালী। যেখানে গোলরক্ষক এনিয়েমার বিশেষ অবদান রাখেন। নাইজেরিয়া তাদের সকল শক্তিকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে গ্রুপ পর্যায়ের ৩টি খেলাতেই জেতে। কোয়ার্টার ফাইনালে তিউনিশিয়ার বিপক্ষেও তারা দুর্দান্ত খেলা প্রদর্শন করে। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে দু'দলই ১-১ গোল করে খেলা অতিরিক্ত সময় নিয়ে যায়। নির্ধারিত নব্বই মিনিটে তিউনিশিয়া আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলে। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ে নাইজেরিয়ার আধিপত্যই বেশি ছিল। কিন্তু দু'দলের রক্ষণভাগের খেলোয়াড়রা কোনো রকম ভুল না করায় ম্যাচটি টাইব্রেকারে গড়িয়ে যায়। যেখানে নাইজেরিয়ান গোলরক্ষক এনিয়িমার চমৎকার খেলা প্রদর্শন করেন। টাইব্রেকার ১টি গোল দেয়াসহ এনিয়িমার তিউনিশিয়ার ৩টি কিক গোলে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। এর আগে নির্ধারিত নব্বই মিনিটের খেলাতে তিউনিশিয়া নব্বই মিনিটের মাথায় একটি পেনাল্টি কিকের সুযোগ যায়। কিন্তু স্পট কিকে ক্লেটনের গোল দেবার এ চেষ্টাকে এনিয়িমার ব্যর্থ করেন। কানু টাইব্রেকারের সর্বশেষ পেনাল্টিকে গোলে পরিণত করে নাইজেরিয়াকে সেমিতে তুলে নিয়ে যান।

প্রথম সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয় নাইজেরিয়া ও আইভরি কোস্টের মধ্যে। যেখানে আইভরি ১-০ গোলে নাইজেরিয়াকে হারিয়ে দ্বিতীয়বার নেশনস কাপের ফাইনালে পৌঁছায়। খেলার দ্বিতীয় ভাগের ২ মিনিটের মাথায়ই ড্রগবা দলকে আকাঙ্ক্ষিত গোলটি উপহার দেন। সাবলীল নাইজেরিয়াও কৌশলের অভাবে কয়েকটি আক্রমণের সুযোগ হাতছাড়া করে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মিসর যথারীতি তাদের আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে খেলা শুরু করে। যার ফলে সেনেগালের রক্ষণভাগের ওপর চাপের সৃষ্টি হয়। খেলার ৩৬ মিনিটের মাথায়ই বারাকাত মিসরকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ পান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেনেগালের ফ্রেডরিক মেন্ডি হাত দিয়ে বলটি সরিয়ে ফেলেন। ফলে পেনাল্টি কিকের মাধ্যমে মিসর ১-০ গোলে এগিয়ে যায়। সেনেগাল এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেও হাল ছাড়েনি। দ্বিতীয় ভাগে সেনেগাল বেশ দাপটের সঙ্গেই খেলায় ফিরে আসে। এবং ৫২ মিনিটের মাথায় লামিন ডিয়াটার অপূর্ব ক্রসে নিয়াং হেড করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনেন। এমন সময় মিসরীয় কোচ শেহাতা মিডোর পরিবর্তে আমির জাকিকে মাঠে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন। এতে মিডো রাগান্বিত হয়ে মাঠের মধ্যেই অত্যন্ত অপ্রীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করেন। কিন্তু দেখা যায় শেহাতার সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল। খেলার ৯ মিনিট বাকি থাকতে জাকি সুন্দর হেডার দিয়ে গোল করে মিসরকে ফাইনালে নিয়ে যান।

আফ্রিকার এই সর্বোচ্চ আসরে সুযোগ হয় এ মহাদেশ থেকে বিশ্বকাপে যাওয়া পাঁচ দেশকে পরখ করার। অ্যাংগোলা, টোগো ও ঘানা সুপার ফ্লপ করে। প্রথম রাউন্ডে বিদায় নেয় তারা। তিউনিশিয়া কোয়ার্টারে বিদায় নেয়। খেলা ছিলো একঘেয়েমি। বিশ্বকাপে তাদের নিয়ে বেশি আশা করা ভুল হবে। আর আইভরি কোস্টই এই পাঁচ দেশের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বলে মনে হয়েছে।